কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—২, ডিসেম্বর—২০২৫, পৃষ্ঠা—৫৬-৬৯

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় গ্রন্থ মুদ্রন ও গ্রন্থচিত্রণ

রণিতা দাস
গ্রন্থাগারিক, এগরা সারদা শশী ভূষণ কলেজ, এগরা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
E-mail- ranitadas.moyna@gmail.com
ORCID iD https://orcid.org./0000-0001-9542-8680

সারাংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বহু প্রতিভার অধিকারীকবি, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার ও চিত্রশিল্পী। তাঁর সৃষ্টিশীলতা কেবল সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; শিল্পের নানা শাখায় বিচরিত। গ্রন্থ মুদ্রণ ও চিত্রণ সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। গ্রন্থে অক্ষরবিন্যাস, ও মুদ্রণ চিত্রণ একত্রিত হয়ে মুদ্রণশিল্পের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে। 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী'-এ তিনি গ্রন্থের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থগুলির প্রকাশনা-রীতি এবং তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রারম্ভিক পত্র এর ধরন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আলোচ্য প্রবন্ধে গুণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বই আকারে প্রকাশনা ও বইগুলোতে কোন কোন ধরণের প্রারম্ভিক পত্র বিদ্যমান তা আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্যশব্দঃ বাংলা বই, প্রারম্ভিক পত্র, মুদ্রণশিল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা।

১। ভূমিকা

হস্তলিখিত বইকে বলা হয় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি। পূর্বে হাতে লেখা পুঁথি প্রচলিত ছিল। মানুষের কাছে হাতে লেখা পুঁথি ছিল জ্ঞান প্রসারের একমাত্র মাধ্যম। তৎকালীন সময়ে তুলট কাগজ, তালপাতা বা ভুর্জ পাতায় পুঁথি লেখা হতো। ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারিদের অনেক অনুলিপি করতে হত। অনুলিপির প্রয়োজনে নকল করা হতো। নথি হাতে লিখে অনুলিপি করা ছিল সময়সাপেক্ষ ও অপরের ওপর নির্ভরশীল একটি প্রক্রিয়া। বাংলা মুদ্রণ বই এর যাত্রা শুরু শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হালেদের লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দিয়ে। হালেদের রচনা বই এর গঠন প্রকৃতি, বাংলা বই এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠনশৈলীর কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিল। এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠনশৈলী রবীন্দ্র রচনাতে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হালেদের বইয়ের (গ্রন্থনাম, শ্লোক, গ্রন্থকারের নাম, মুদ্রাকরের নাম- ঠিকানা, বইয়ের প্রকাশসাল, মূল্য) অনুযায়ী শোভিত রাখার প্রয়াস ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। (সরকার, ২০১৫)।

© WBCLA

১.১। ঐতিহাসিক পূর্বসূরী

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী বিশ্বকবি; বাংলার ও ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবী ঐতিহ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সৃষ্টির ও তার বিস্তারের ব্যাপ্তি সর্বক্ষেত্রে। তাঁর চিন্তাভাবনা ও তাঁর সৃষ্টিকর্মের দ্বারা প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশনা-দর্শন অনুধাবনের উদ্দেশ্যে তাঁর রচনাসম্ভারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত বাংলা গ্রন্থের মুদ্রণরীতি, প্রচ্ছদ-নকশা এবং প্রারম্ভিক পত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-ভাবনা ও প্রকাশনা-সংক্রান্ত নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ইতিহাসও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রণ গুরুত্বপূর্ণ। মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার তাই তা বেশীদিন সম্ভব হচ্ছিল না। অনুলিপি করণ তা কেবল ধর্ম প্রচারের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষার বিকাশ ও শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রেও অনুলিপি করণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বই ছাড়া জ্ঞান বিকাশ সম্ভব ছিল না। এছাড়াও স্কুল কলেজের জন্য পাঠ্য বই দরকার হয়ে পড়ে প্রচুর। যুগ বিবর্তনের ফলে মানুষ যুগ প্রবর্তনকারী ঘটনার সাক্ষী হল। যা আর হল মুদ্রাযন্ত্র। ছাপাকল। ছাপা শব্দটির আক্ষরিকঅর্থ বলতে ছাপতোলা। মুদ্রাযন্ত্র একসঙ্গে অনেক বই ছাপাতে সক্ষম হল। এছাড়া নকলকারেরা ইচ্ছামতো মূল বইয়ের পরিবর্তন করতে পারত।মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রণের পর তার আর সম্ভবনা রইল না। প্রথম বই মুদ্রণের নমুনার চিহ্ন সনাক্তকরণ করা যায় পৃথিবীরমধ্যে চীনে। কাগজের পূর্বে মিশরের ব্যাবিলনে পোড়া ইটের উপর ছাপের নমুনা রয়েছে কিন্তু কাগজের ওপর ছাপের প্রথম নমুনা পাওয়া যায় চীন তারপর জাপান, তারপর ইউরোপে, স্পেনে। ইউরোপের প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনে এবং প্রথম ছাপাখানা আবিস্কৃত হয় ১৪৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে র্জামানিতে। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৪)।

১.১.১। বাংলায় ছাপাখানা ও বাংলায় মুদ্রণশিল্প

১৭৭৮ সালে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হুগলিতে বাংলা মুদ্রণশিল্পের সূচনা একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। যদিও তার আগে কিছু বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা হরফের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল, তবুও মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা লিপির সুসংগঠিত বিকাশ শুরু হয় এই সময় থেকেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাংলাভাষার পরিচয় প্রথম ঘটে ১৭৪৩ সালে, সুদূর লিসবন ও লন্ডনে। তবে সে সময় প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থে প্রতিটিতেই বাংলা হরফের রূপ ছিল ভিন্নধর্মী; এগুলো রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পর্তুগিজদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক ছিলেন ফ্রান্সিস্কো ফেরনান্দেস। তাঁর সহকর্মী পাদ্রি দোমিনিক দে সুজা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দুটি গ্রন্থ রচনা করে বাংলায় অনুবাদ করেন।

পরবর্তীকালে পাদ্রি মানোয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও রচিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ’ এবং ‘বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ’ ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থদ্বয় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা বই হিসেবে স্বীকৃত। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৪)

হুগলির অ্যান্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের *‘A Grammar*

© WBCLA

of the Bengal Language' গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের মূলপাঠ ও প্রচ্ছদে একই ধরনের বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা বাংলা টাইপোগ্রাফির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৪)

বাংলায় প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনার সুবিধার্থে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই প্রেক্ষাপটে চার্লস উইলকিন্স বাংলা হরফ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁকেই বাংলা মুদ্রণ হরফের স্রষ্টা বলা হয়। উইলকিন্সের সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকার যৌথভাবে বাংলা হরফ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৪)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ ভাবনার প্রভাব তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইগুলির রূপায়ণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

২। গবেষণার উদ্দেশ্য

- মুদ্রণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা।
- গ্রন্থচিত্রণে রবীন্দ্র ভাবনা কি সেটা জানা।
- বই সংক্রান্ত তথ্যাবলী চিহ্নিতকরণ করা।
- অলংকরণ ও সাহিত্যের সম্পর্ক চিহ্নিত করা।
- আদর্শ মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ফরম্যাট।

৩। বিষয় সম্পর্কিত পূর্ব প্রাকাশিত রচনাবলী

বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের ইতিহাস, প্রাচীন যুগে গ্রন্থগারের অস্তিত্ব কেমন ছিল তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় রঙ্গনাথনের পঞ্চসূত্র ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপরিচালনার জন্য ব্যক্ত মতামত কতখানি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণনা মূলক অংশ বেশি পরিলক্ষিত। গ্রন্থচিত্রণ ও অলংকরণ ব্যবহার, হরফের ব্যবহার এর ওপর আলোচনা বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি। মণ্ডল, বিথুস্মিতা (২০২৩)।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলোর কভার ও রবীন্দ্রনাথের নিজের বইয়ের কভার নিয়ে ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বইয়ের কভার হবে খুব সাধারণ যেমন ভাবে জাপানিরা তাদের তলোয়ার অলংকৃত করে কিন্তু খাপ রাখে সাদামাঠা। বাংলা বই এর মুদ্রণের প্রথমের দিকে বই এর নামপত্র ছিল বৈশিষ্ট্যবর্জিত।বাংলা হরফ ও বই এর প্রারম্ভিক পত্র ব্যবহার এর ওপর কোনো আলোকপাত লক্ষ্য করা যায়নি। সরকার, সোমব্রত (২০১৫)।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় হল ঊনিশ শতকে প্রকাশিত বইয়ের মধ্যেকার চিত্র পর্যালোচনা করেন, শ্রেণীবিন্যাস করেন। কাঠখোদাই ও ব্লক মুদ্রণ ওপর আলোকপাত করেন। প্রেসের প্রকাশনা, কাঠের ব্লকমুদ্রণ, কাঠ খোদাইকরা চিত্র, চিত্রকর, ও মুদ্রাকর এরবিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বাংলা হরফ বা অক্ষর এবং মুদ্রিত বই এরইউনিফর্মিটি, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ও প্রারম্ভিক পত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়নি। মজুমদার, কমল্কুমার (২০১০)।

© WBCLA

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল গত দুশো বছরে বাংলা বইয়ের ডিজাইন ও গ্রন্থচিত্রণের বিবর্তন। গ্রন্থচিত্রণ ও অলংকরণ ব্যবহার, হরফের ব্যবহার এবং ইউনিফর্মিটি, স্ট্যান্ডার্ডইজেশন এইগুলোর ওপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন সালে প্রকাশিত সচিত্র বইগুলির চিত্রকরদের নাম ও তাদের খোদাই করা ছবি গুলোর পর্যালোচনা গভীরভাবে লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধে বাংলা হরফ ও বই এর প্রারম্ভিক পত্র ব্যবহার এবং ইউনিফর্মিটি, স্ট্যান্ডার্ডইজেশন, এইগুলোর ওপর আলোচনা বিস্তারিত ভাবে করা নেই। গোস্বামী, রঘুনাথ (১৯৮১)।

৪। পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের প্রাথমিক উৎস, মাধ্যমিক উৎস গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ লাইব্রেরিতে থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ৫০ টি একক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এমন বই এর নাম নির্বাচন করা। নির্বাচিত গ্রন্থগুলোর প্রথম প্রকাশকাল ও প্রথম সংস্করণের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনলাইন রিপোজিটরিতে গ্রন্থের নাম অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রবন্ধে গুণগত ও ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মাধ্যমিক উপাদানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। পাশাপাশি বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহও যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রবীন্দ্ররচনাভিধান গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত গ্রন্থগুলোর প্রারম্ভিক অংশ বিশ্লেষণ করা।

৫। কাজের পরিধি

বর্তমান প্রবন্ধটি একক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নির্বাচিত ৫০টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত গ্রন্থের প্রারম্ভিক পত্রসমূহের প্রকৃতি, বৈচিত্র্য এবং বিন্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন রূপভেদযথা কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য ও গল্পগ্রন্থথেকে প্রতিনিধিত্বমূলক গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রবন্ধটি মূলত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের প্রারম্ভিক অংশ পর্যবেক্ষণ ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেখানে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রারম্ভিক পত্র, যেমনঅর্ধনামপত্র, নামপত্র, উৎসর্গপত্র, ভূমিকাপত্র, নিবেদনপত্র, সূচিপত্র প্রভৃতির উপস্থিতি, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রারম্ভিক পত্রসমূহের গঠনগত ও প্রকাশনাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

৬। রবীন্দ্ররচনা

রবীন্দ্ররচনার শুরু ঊনিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষ ভাগে। বাংলা বইয়ের ঠিক একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিকে প্রকাশিত বইতে হালেদের বইয়ের (গ্রন্থনাম, শ্লোক, গ্রন্থকারের নাম, মুদ্রাকরের নাম- ঠিকানা, বইয়ের প্রকাশসাল, মূল্য) অনুযায়ী শোভিত রাখার প্রয়াস ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়। (সরকার, ২০১৫)।

© WBCLA

৬.১। লেখ্য পাণ্ডুলিপি ও ছাপা বই

পূর্ববর্তী সময়ে পাণ্ডুলিপি পাঠের জন্য নয়, বরং পূজার উদ্দেশ্যে রাখা হতো। শক্ত সুতোয় বাঁধা এই পাণ্ডুলিপিগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফুল ও বেলাপাতার স্তূপের নিচে পড়ে থাকত এবং সেগুলো মোটেই সহজলভ্য ছিল না। তৎকালীন সাহিত্য বলতে হাতেগোনা কয়েকটি গ্রন্থ ছিল। (স্মিথ, ১৮৮৫)।

পাণ্ডুলিপি হল 'Manuscript' যা উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ থেকে। দুটি শব্দ 'Manus' ও 'Scribere' দ্বারা গঠিত হয়েছে। 'Manus' শব্দের অর্থ হাত, ও 'Scribere' অর্থ আঁচড় কাটা বা লেখা। (গোস্বামী, ২০১৪)।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় লেখ্য অক্ষর বাড়ির মেয়ে। লেখ্য অক্ষর গুলো কখনো মোটা সরু, কোথাও উপরে বা নীচে নেমে বিন্যস্ত থাকে। কুমারী মেয়ে তার পিতার ঘরে সে যেভাবে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারে কখনোও শুয়ে, বসে থাকে ঠিক যেমন লেখ অক্ষর গুলো পাণ্ডুলিপিতেবিদ্যমান থাকে। 'লেখা কুমারী'হল কুমারী মেয়ে যে বিয়ের পর অর্থাৎ মুদ্রণ যন্ত্রে মুদ্রিত হওয়ার পর 'ছাপা সুন্দরী' হয়ে ওঠে যেমন পরের ঘরে গিয়ে সেই কুমারী মেয়ে কর্তব্যপরায়নে নিপুণা বধূ হয়ে ওঠে।রবীন্দ্রনাথ লেখ্যঅক্ষরকে পিতার ঘরের আদরের মেয়ে অর্থাৎ 'লেখা কুমারী' বলেছেন আর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হওয়ার পর ছাপা অক্ষর সংসারে কর্তব্যপরায়ন বধূ সাথে তুলনা করেছেন।

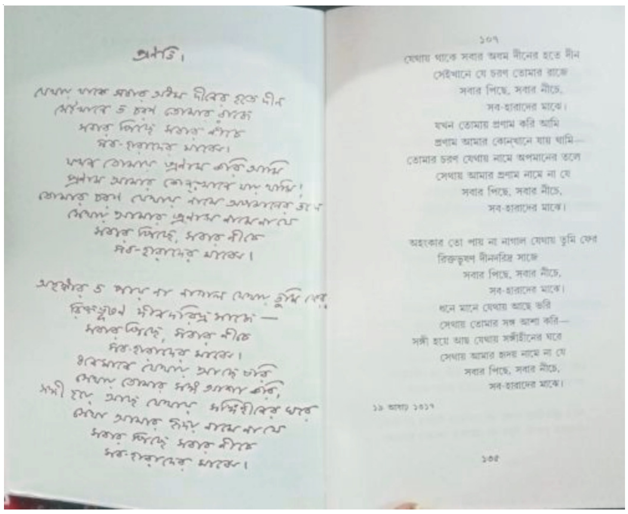

চিত্র ১: গীতাঞ্জলি বইতে পাণ্ডুলিপি।

৬.১.১। লেখ্য পাণ্ডুলিপি ও ছাপা বই রূপভেদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুদ্রণ বিষয়ে বলেছেন তাঁর লেখ্য অক্ষর কুমারী যা মুদ্রিত হওয়ার পর ছাপা সুন্দরী হয়ে ওঠে। লেখ্য অক্ষর গুলি তাঁর মতেমুদ্রণের পর মাথায় সমান, লাইন সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপরে পাতার সংখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর মনে হয়েছে মুদ্রিত সীসার ছাঁচে ঢালা অক্ষর গুলো সিপাহিদের মতো ছোরা ছুরি সঙ্গীন ওঁচানো সার বাঁধা পোশক পরা। আরলেখ্য অক্ষরগুলো কুমারী মেয়ের মতো গোছাল, সাদামাঠা, বাঁকাচেরা, মোটা, সরু ভাবে বিরাজ করে। কুমারী মেয়ে পিতার ঘরের আদরের মেয়ে। তার

© WBCLA

ক্ষেত্রে নিয়ম থাকে না তেমনই লেখ্য অক্ষরের ক্ষেত্রে কোন স্ট্যাণ্ডার্ডরাইজেশন মান্য করা হয় না।কোনটা অক্ষর হেলানো, কোনোটা একটু উপর বা নীচে থাকে। সেই লেখ্য অক্ষর গুলো গোল, মোলেয়েম, আঁকাবাঁকা, জড়ানো অক্ষর। লেখা অক্ষরগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে, লেখা হয় দেখে মনে হবে লেখা অক্ষর গুল একে অপরের গায়ে পড়ে, গলা ধরে হাতে হাতে জড়াজড়ি করে আছে। লেখকের লেখ্য অক্ষর লেখার মধ্যের নিজের মনের ভাবটিকে রক্ত-মাংসের করে তুলতে সক্ষম হয়। নির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', মায়ার খেলা', 'চতুরঙ্গ' 'শারদোৎসব' পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান রক্ষিত আছে। 'মায়ার খেলা' পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন্দ্রকুমার ঘোষ এর হাতে লেখা, 'বিসর্জন' কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর, 'গোড়ায় গলদ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাধুরীলতার হস্তাক্ষর, 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'রাজা' তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষর বিদ্যমান। (ভট্টাচার্য, ২০০৯)। 'রক্তকরবী' নাটকের পাণ্ডুলিপি তে রাণু মুখোপাধ্যায় (অধিকারী) সুধেন্দুরঞ্জন রায় এর হস্তাক্ষর। (ভট্টাচার্য, ২০১০)। প্রবন্ধের কাব্য ও কবিতাপুঞ্জ পাণ্ডুলিপি গুলো তে কবিতার রচনাকাল ও স্থান এর উল্লেখ দেখা যায়। উপন্যাসের মধ্যে 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' এর পাণ্ডুলিপি নেই। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে লেখা। (ভট্টাচার্য, ২০০৭)। 'যোগাযোগ', 'দুই বোন' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে লেখা। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর হস্তলিপি তে রচিত। (ভট্টাচার্য, ২০০৮)। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রাণী ও মালিনী' পাণ্ডুলিপি নেই। (ভট্টাচার্য, ২০০৯)। 'শেষ সপ্তক', শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান রক্ষিত আছে। (ভট্টাচার্য, ২০০২)। 'নবজাতক', ও 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান রক্ষিত আছে। (ভট্টাচার্য্য, ২০০৫)।

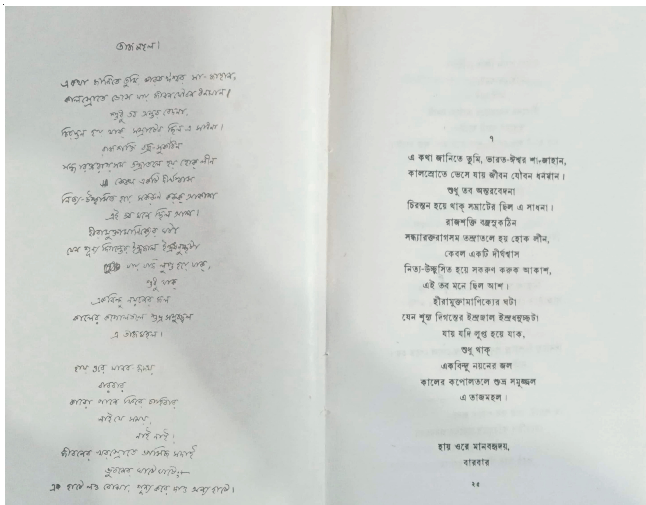

নমুনা চিত্র ২ : লেখ্য পাণ্ডুলিপি ও ছাপা বই রূপভেদ।

© WBCLA

৬.১.২। ছাপা বই ও পারম্ভিক পত্র

লেখকের কাছে তাঁর আদরের হাতে লেখা লেখ্য অক্ষর একটি কুমারী মেয়ের মতো যা মুদ্রনের পর অক্ষর গুলো সমান সমান খাঁড়া ভাবে সজ্জিত থাকে। যা লেখকের কাছে কর্তব্য সচেতন বধূর মতো মনে হয়েছে। সে ক্রমে ক্রমে ছাপা সুন্দরী হয়ে উঠেছে। অক্ষর গুলো সজ্জিত করে বই মুদ্রিত করে ও প্রকাশক থেমে থাকেনি কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে তা শুদ্ধিপ্ত প্রস্তুত করে ত্রুটি সংশোধন করতে দেখা যায়। যাতে করে পাঠক ও সমালোচকের মুখে না পড়তে হয়। যেমন পিতার ঘরের কুমারী মেয়ে পরের ঘরে গিয়ে সংসারের কর্তব্যে ভুল ত্রুটি হলে অমনি তাড়াতাড়ি মার্জনা চেয়ে নেয়।

বইয়ের মুদ্রিত ও বাঁধাইয়ের পর মলাট দেওয়া হয় যা পাঠকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে। যেমন একটি বধূ ঘোমটা দেয় তেমন। শ্বশুরবাড়িতে কেউ পাছে ভুল বোঝে তাই বধূরা সারাক্ষণ ভয়ে থাকে। ঠিক তেমনি মুদ্রিত বই কে সবসময় ভূমিকা, সূচিপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যা হচ্ছে মুদ্রিত বইয়ের স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট। মুদ্রিত বইয়ের গুরুত্ব পূর্ন অংশ ভূমিকা, সূচিপত্র, শুদ্ধিপত্র, পরিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মতে এই গুলো মুদ্রিত বইয়ের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। মুদ্রিত বইয়ের অর্ধআখ্যাপত্র, ভূমিকা, সূচিপত্র, শুদ্ধিপত্র, পরিশিষ্ট এই পৃষ্ঠা সকল একসাথে প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা হিসাবে ধরা হয়। এই পৃষ্ঠা সকল মুদ্রিত বইয়ের মূল বিষয়বস্তুশুরুর প্রারম্ভে বিদ্যমান। কোনো কোনো বই এর ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা (শুদ্ধিপত্র, বিজ্ঞাপন, পরিশিষ্ট) বিষয়বস্তুর শেষে বিদ্যমান। নির্বাচিত বই গুলোতে কোনো না কোনো প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা বিদ্যমান।

প্রবন্ধে নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বই এর তালিকা

ক্রমিক নং	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা	গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল	সাহিত্য রূপভেদ
১	কবি- কাহিনী	১৮৭৮	আখ্যানকাব্য
২	বনফুল	১৮৮০	আখ্যানকাব্য
৩	ভগ্নহৃদয়	১৮৮১	নাট্যকাব্য
৪	রুদ্রচন্ড	১৮৮১	আখ্যানকাব্য
৫	বাল্মীকি প্রতিভা	১৮৮১	গীতিনাট্য
৬	কালমৃগয়া	১৮৮২	গীতিনাট্য
৭	বিবিধ প্রসঙ্গ	১৮৮৩	প্রবন্ধ
৮	নলিনী	১৮৮৪	গদ্যনাট্য
৯	শৈশব সঙ্গীত	১৮৮৪	কাব্য
১০	ভানুসিংহের পদাবলী	১৮৮৪	কাব্য
১১	প্রকৃতির প্রতিশোধ	১৮৮৪	নাট্যকাব্য
১২	কড়ি ও কোমল	১৮৮৬	কাব্য
১৩	রাজর্ষি	১৮৮৬	উপন্যাস
১৪	বিসর্জন	১৮৯০	নাটক
১৫	মানসী	১৮৯০	কাব্য
১৬	সোনার তরী	১৮৯৩	কাব্য

© WBCLA

১৭	বিচিত্র গল্প দ্বিতীয় ভাগ	১৮৯৪	ছোটগল্প
১৮	কথা চতুষ্টয়	১৮৯৪	ছোটগল্প
১৯	নদী	১৮৯৫	কাব্য
২০	চিত্রা	১৮৯৫	কাব্য
২১	গল্পদশক	১৮৯৫	ছোটগল্প
২২	পঞ্চভূত	১৮৯৭	প্রবন্ধ
২৩	নৌকাডুবি	১৯০৪	উপন্যাস
২৪	শারদোৎসব	১৯০৮	নাটক
২৫	গীতাঞ্জলী	১৯১০	কাব্য
২৬	রাজা	১৯১০	নাটক
২৭	ফাল্গুনী	১৯১৬	নাটক
২৮	বলাকা	১৯১৬	কাব্য
২৯	চতুরঙ্গ	১৯১৬	উপন্যাস
৩০	মুক্তধারা	১৯২২	নাটক
৩১	পূরবী	১৯২৫	কাব্য
৩২	রক্তকরবী	১৯২৬	নাটক
৩৩	মহুয়া	১৯২৮	কাব্য
৩৪	যোগাযোগ	১৯২৯	উপন্যাস
৩৫	শেষের কবিতা	১৯২৯	উপন্যাস
৩৬	পুনশ্চ	১৯৩২	কাব্য
৩৭	দুই বোন	১৯৩২	উপন্যাস
৩৮	মালঞ্চ	১৯৩৪	উপন্যাস
৩৯	চার অধ্যায়	১৯৩৪	উপন্যাস
৪০	শেষ সপ্তক	১৯৩৫	কাব্য
৪১	শ্যামলী	১৯৩৬	কাব্য
৪২	নবজাতক	১৯৪০	কাব্য
৪৩	জন্মদিনে	১৯৪১	কাব্য
৪৪	রাজা ও রাণী	১৮৮৯	নাট্যকাব্য
৪৫	চিত্রাঙ্গদা	১৮৯২	নাট্যকাব্য
৪৬	গোড়ায় গলদ	১৮৯২	প্রহসন
৪৭	বৈকুণ্ঠের খাতা	১৮৯৭	প্রহসন
৪৮	মালিনী	১৮৯৯	উপন্যাস
৪৯	চোখের বালি	১৯০২	উপন্যাস
৫০	ঘরে বাইরে	১৯১৬	উপন্যাস

তালিকা ১ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ও সাহিত্যরূপ।

© WBCLA

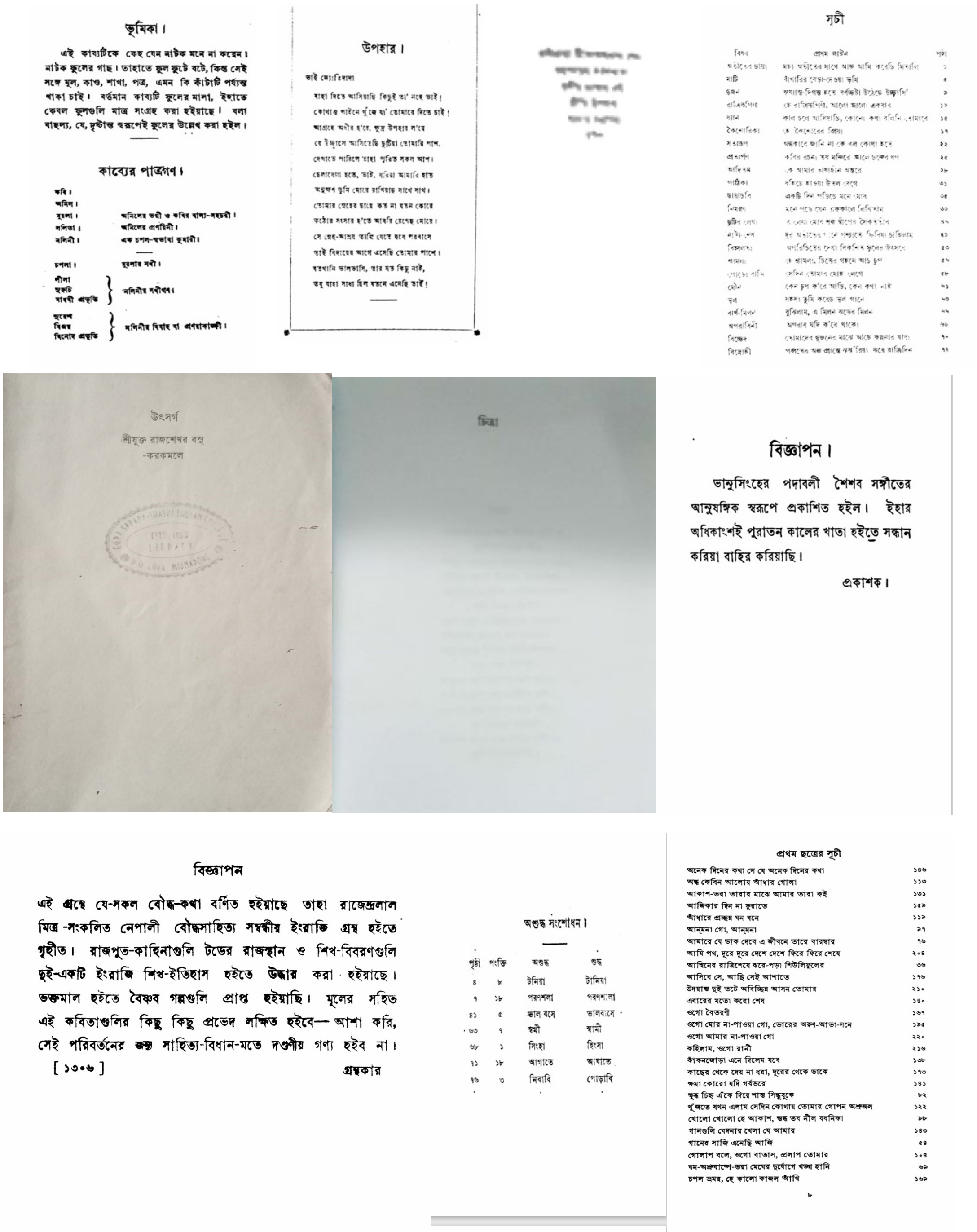

ভূমিকা।

এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্য্যন্ত থাকা চাই। বর্ত্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।

কাব্যের পাত্রগণ।

কবি।	
অনিল।	
মুরলা।	অনিলের ভগ্নী ও কবির বাল্য-সহচরী।
ললিতা।	অনিলের প্রণয়িনী।
নলিনী।	এক চপল-স্বভাবা কুমারী।
চপলা।	মুরলার সখী।
লীলা, সুরুচি, মাধবী প্রভৃতি	নলিনীর সখীগণ।
সুরেশ, বিজয়, বিনোদ প্রভৃতি	নলিনীর বিবাহ বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

উপহার।

ভাই জ্যোতিদাদা

যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা' নহে ভাই।
কোথাও পাইনে খুঁজে যা' তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হ'য়ে, ক্ষুদ্র উপহার ল'য়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিয়েছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,
দেখাতে পারিলে তাহা পুরিত সকল আশ।
ছেলাবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতন কোরে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই,
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই!

সূচী

বিষয়	প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা
অতীতের ছায়া	মহা অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি	১
মাটি	বাঁখারির বেড়া-দেওয়া ভূমি	৫
ভূকম্প	অস্ত-দিগন্ত হতে সর্পফণা উঠেছে উচ্ছ্বাসি'	৯
রাত্রিরূপিণী	হে রাত্রিরূপিণী, আলো জ্বালো একবার	১১
দান	কাল চলে আসিয়াছি, কোনো কথা বলিনি তোমারে	১৫
কৈশোরিকা	হে কৈশোরের প্রিয়া	১৭
সত্যরূপ	অন্ধকারে জানি না কে এল কোথা হতে	২২
প্রত্যর্পণ	কবির রচনা তব মন্দিরে জ্বালে ছন্দের দীপ	২৫
আদিতম	হে আমার ভাষাহীন অন্তরে	২৮
পাঠিকা	বহিছে হাওয়া উতল বেগে	৩১
ছায়াছবি	একটি দিন পড়িছে মনে মোর	৩৫
নিমন্ত্রণ	মনে পড়ে যেন এককালে লিখিতাম	৩৯
ছুটির লেখা	এ লেখা মোর শূন্য দ্বীপের সৈকততীর	৪৬
নাম-লেখা	দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম	৪২
বিস্ময়	অপরিচিতের দেখা বিকশিত ফুলের উৎসবে	৫৩
শ্যামলা	হে শ্যামলা, চিত্তের গহনে আছ চুপ	৫৭
দেওয়া-নেওয়া	সেদিন তোমার মোহ লেগে	৫৮
মৌন	কেন চুপ ক'রে আছি, কেন কথা নাই	৬১
ভুল	সহসা তুমি করেছ ভুল গানে	৬৩
ব্যর্থ-মিলন	বুঝিলাম, এ মিলন ঝড়ের মিলন	৬৬
অপরাধিনী	অপরাধ যদি ক'রে থাকো	৬৮
বিচ্ছেদ	তোমাদের দুজনের মাঝে আছে কল্পনার বাধা	৭০
বিদ্রোহী	পর্বতের অন্ত প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন	৭২

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

-করকমলে

চিত্রা

বিজ্ঞাপন।

ভানুসিংহের পদাবলী শৈশব সঙ্গীতের আনুষঙ্গিক স্বরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশই পুরাতন কালের খাতা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত-কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ-বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে— আশা করি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-বিধান-মতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।

[১৩০৬] গ্রন্থকার

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৮	টনিয়া	টানিয়া
৭	১৮	পরণশলা	পরণশালা
৪১	৫	ভাল বসে	ভালবাসে
৬৩	৭	স্বমী	স্বামী
৬৮	১	সিংহা	হিংসা
৭১	১৮	আগাতে	আঘাতে
৭৬	৩	নিবাবি	পোড়াবি

প্রথম ছত্রের সূচী

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা	১৪৬
অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা	১১৩
আকাশ-ভরা তারার মাঝে আমার তারা কই	১৩১
আজিকার দিন না ফুরাতে	১৫৯
আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে	১১৯
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা	৯৭
আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার	৭৬
আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে	২০৪
আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলিফুলের	৩৬
আসিবে সে, আছি সেই আশাতে	১৭৬
উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার	২১০
এবারের মতো করো শেষ	১৪০
ওগো বৈতরণী	১৬৭
ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভা-সনে	১৯৫
ওগো আমার না-পাওয়া গো	২২০
কহিলাম, ওগো রানী	২১৬
কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে	১৩৮
কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে	১৭৩
ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে	১৪১
ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে	৮২
খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল	১২২
খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা	৮৮
গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার	১৪৩
গানের সাজি এনেছি আজি	৫৪
গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার	১০৪
ঘন-অশ্রুবাষ্পে-ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি	৬৯
চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি	১৬৯

৮

চিত্র ৩: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যস্থিত নমুনা স্বরূপ পারম্ভিক পত্র বিন্যাস।

© WBCLA

৭। বিশ্লেষণ ও আলোচনা

নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ রচনা ও প্রারম্ভিক পত্র বিন্যাস

সাহিত্য রূপভেদ	আখ্যাপত্র	অর্ধআখ্যাপত্র	ভূমিকা	সূচীপত্র	উৎসর্গ	বিজ্ঞাপণ	শুদ্ধিপত্র	উপহারপত্র	নাট্যপাত্র
আখ্যানকাব্য	৩	২					১	১	
নাট্যকাব্য	৫	২	৩		৩			১	
প্রবন্ধ	২	১	১					১	
উপন্যাস	১০	৬	৪		২				
নাটক	৬	৩	২		২				১
কাব্য	১৬	৭	৮	১০	৬	১		২	
ছোটগল্প	৩	১		৩	১				
গীতিনাট্য	২	১		১		১			
প্রহসন	২				১				১
গদ্যনাট্য	১	১			১				

তালিকা ২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ও প্রারম্ভিক পত্রবিন্যাস।

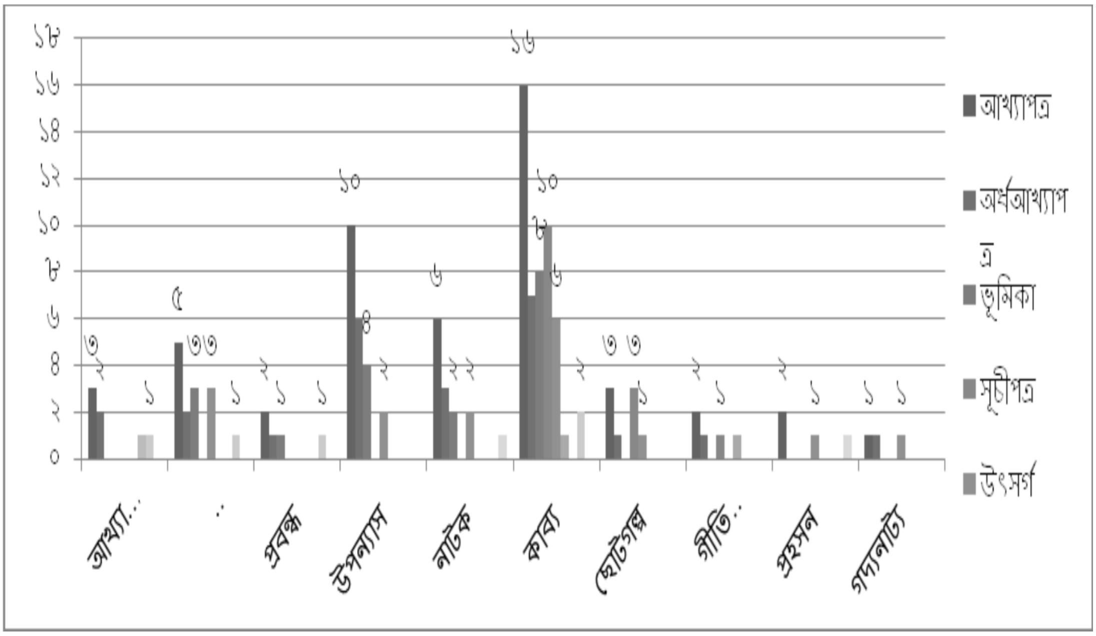

লেখচিত্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা ও প্রারম্ভিক পত্র বিন্যাস।

© WBCLA

উপরের পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ৫০টি বইয়ের মধ্যে ১৬টি কাব্যগ্রন্থ, ১০টি উপন্যাস এবং ৬টি নাটক। মোট অর্ধআখ্যাপত্রের ৭টি কাব্যগ্রন্থ ও ৬টি উপন্যাসে বিদ্যমান। ভূমিকা, সূচনা বা 'কবির মন্তব্য' ধরনের প্রারম্ভিক অংশ একাধিক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। ১৬টি গ্রন্থে সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে; কাব্যগ্রন্থ ও গানের বইগুলিতে বিষয়সূচির পাশাপাশি প্রথম ছত্রের সূচীও লক্ষ্য করা যায়।

আলোচ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৬টি গ্রন্থে উৎসর্গপত্র, ৫টিতে উপহারপত্র, ২টিতে বিজ্ঞাপনপত্র এবং ১টিতে শুদ্ধিপত্র বিদ্যমান। এছাড়া নাটক ও গীতিনাট্যধর্মী গ্রন্থগুলিতে নাট্যপাত্র-পাত্রী-সংক্রান্ত পৃথক পৃষ্ঠার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

৮। প্রচ্ছদ

প্রচ্ছদ বই এর বাহ্যিক রূপ। প্রচ্ছদ এক একরকম বই ক্ষেত্রে এক একরকম। প্রচ্ছদ বইয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও ধুলো ও পোকার থেকে বই কে রক্ষা করে। সহজে বই নষ্ট না হয়ে যায় জলে ভিজে। বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদের শৈলীর বিকাশ ব্যাপক কলেবর নেয় রবীন্দ্ররচনায়। গ্রন্থচিত্রণ বলতে বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ, হেডপীস, টেলপীস, ইনিশিয়াল সব মিলিয়েই। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮১)। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা বাংলা প্রকাশনার জগতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্র বইয়ের প্রচ্ছদ গ্রন্থচিত্রণকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। যা বাংলা বই এর মুদ্রণ ইতিহাসে যুনান্তকারী প্রচেষ্ঠা। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ একটি আদর্শ প্রকাশনা

চিত্র ৩ : দুই বোন প্রচ্ছদ এর চিত্র

© WBCLA

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি বাংলা বইকে সাধারণ মুদ্রিত বস্তু থেকে উন্নীত করে সাংস্কৃতিক শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রপুস্তকের প্রচ্ছদ সাধারণত গেরুয়ার ওপর পোড়া লাল রঙে বইয়ের নাম, তলায় রচয়িতার নাম দেখা যায়। এই সাদামাঠা, সহজ প্রচ্ছদ এর প্রভাব ছিল গভীর। (সরকার, ২০১৫)।

'শেষের কবিতা' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রপুস্তকের প্রচ্ছদে দেখা গেছে হাল্কা সবুজাভ রঙে বইয়ের নাম, তলায় রচয়িতার নাম।

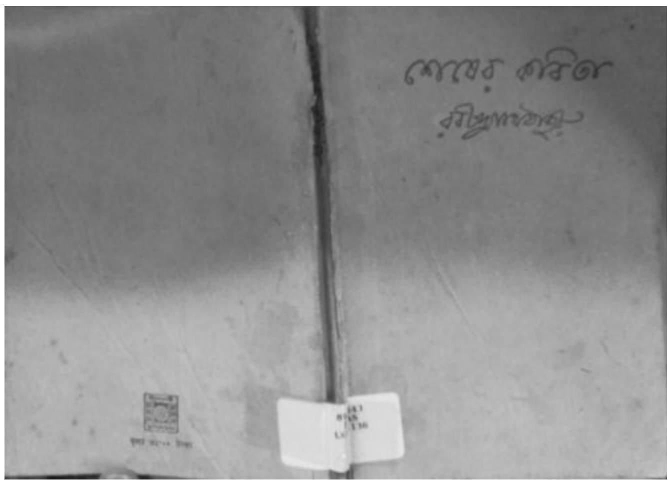

চিত্র ৪ : শেষের কবিতা' প্রচ্ছদ এর চিত্র

চিত্র ৫ : 'পূরবী' প্রচ্ছদ এর চিত্র

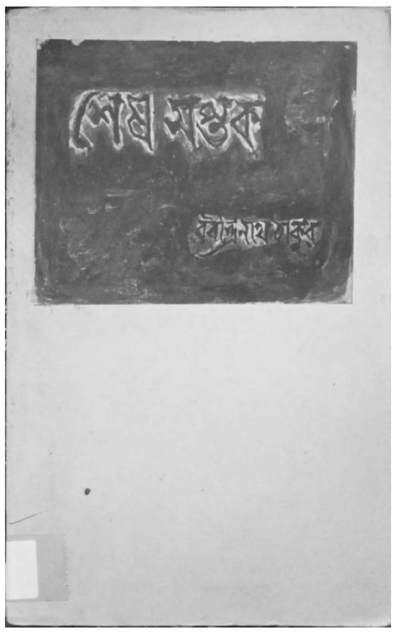

চিত্র ৬ : ‘শেষসপ্তক’ এর প্রচ্ছদপত্র।

চিত্র ৭ : রক্তকরবী’ এর প্রচ্ছদ।

নির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ‘দুইবোন’, ‘শেষসপ্তক’ ও ‘রক্তকরবী’ এর প্রচ্ছদ অন্যরকম লক্ষ্য করা গেছে।

৯। উপসংহার

একাধিক বইয়ের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নির্বাচিত বইয়ের সব বইয়ের প্রথম সংস্করণের নথি পাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই কারণবশত বেশির ভাগ মাধ্যমিক উৎস হিসাবে নির্বাচিত বইয়ের গ্রন্থপরিচয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ ‘লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী’- আঙ্গিকে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইয়ের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থগুলির প্রকাশনা-রীতি এবং তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রারম্ভিক পত্র (ভূমিকা, সূচিপত্র, শুদ্ধিপত্র, পরিশিষ্ট) এর ধরন ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাটকের বই গুলোতে ‘নাটকের পাত্রপাত্রী’ এই ধরণের পৃষ্ঠা বিদ্যমান। এই পৃষ্ঠা পারম্ভিক পত্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। গ্রন্থ মুদ্রণ হল বই ছাপা, ছবি, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সব কিছুর সঙ্গত রূপ। রবীন্দ্রনাথ লেখা ও ছবিকে একই ধারায় বই এর মধ্যে এনে ছিলেন। বই এর মধ্য শিল্প রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন লেখনীর সঙ্গে সঙ্গে। ছাপা বইতে সিসার অক্ষর যখন সিপাহির মতো পাঠকদের মনে এক ঘেয়েমি আনে ও দমবন্ধ করার মতো করে তখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাব ঘটায় বইয়ের অলংকরণ। লেখা ও অলংকরণ বই তৈরিতে একে অপরের সম্পূরক।

© WBCLA

তথ্যসূত্র

Aryajatir sukshma shilpa. (1954). In Bankim Rachanabali (2nd ed., pp. 192-194). Sahitya Sansad.

Bandyopadhyay, C. (Ed.). (1981). Bangla mudran o prakashan. Basumati Sahitya Mandir.

Bandyopadhyay, S. (1982). Rabindra chitrakala: Rabindrasahityer patbhumik?. Dey's Publishing.

Bhattacharya, A. (2006). Rabindrarachanabidhan (Vol. 6). Dip.

Bhattacharya, A. (2009). Rabindrarachanabidhan (Vol. 9). Dip.

Bhattacharya, A. (1998). Rabindrarachanabidhan (Vol. 1). Dip.

Bhattacharya, A. (1999). Rabindrarachanabidhan (Vol. 2). Dip.

Bhattacharya, A. (2000). Rabindrarachanabidhan (Vol.3). Dip.

Bhattacharya, A. (2002). Rabindrarachanabidhan (Vol. 4). Dip.

Bhattacharya, A. (2003). Rabindrarachanabidhan (Vol. 5). Dip.

Bhattacharya, A. (2007). Rabindrarachanabidhan (Vol. 7). Dip.

Bhattacharya, A. (2008). Rabindrarachanabidhan (Vol. 8). Dip.

Bhattacharya, A. (2010). Rabindrarachanabidhan (Vol. 10). Dip.

Bhattacharya, A. (2006). Rabindrarachanabidhan (Vol. 6). Dip.

Bhattacharya, A. (2011). Rabindrarachanabidhan (Vol. 11). Dip.

Chowdhury, A. (2024). Themes and influences in printmaking: Early Bengal period. *ISVS e-Journal, 1*(1), 141-162. http://www.researchgate.net/publication/385070791

Khan, M. S. (1962). The early of Bengali printing. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy, 32*(1), 51-61. http://www.jstor.org/stable/4305188

Majumdar, K. K. (2010). *Bangiye grantha chitran.* In Nirbachita Ekhon 2 (pp. 120-141). Saptarshi Prakashan.

Sarkar, S. (2015). Rabindranather boiyer prochchhod ebong prochchhod shilpi Rabindranath. New Age Publishers.

Simth, George. (1885), *Life of William Carey: Shoe- maker and Missionary, 274*. https://dn790003.ca.archive.org/0/items/lifeofwilliamcar00smitiala/lifeofwilliamcar00smitiala.pdf)

বিশী, প্রমথনাথ। (১৯৬৪)। *রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা*। ওরিয়েন্ট।

মুখোপাধ্যায়, বরুনকুমার। (২০১৪)। *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস*। নয়া উদ্যোগ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (২০০০)। *লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী*। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৫৫৩—৫৫৫)। বিশ্বভারতী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পা.). (১৯৮১). *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন।* বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্রনাথ। (১৯৮২)। *রবীন্দ্র চিত্রকলাঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা*। দে'জ পাবলিশিং।

মজুমদার, কমলকুমার। (২০১০)। বঙ্গীয় গ্রন্থ চিত্রণ. *নির্বাচিত এক্ষণ* ২ (পৃ. ১২০—১৪১)। সপ্তর্ষি প্রকাশন।

সরকার, সোমব্রত। (২০১৫)। *রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ এবং প্রচ্ছদশিল্পী রবীন্দ্রনাথ.* নিউ এজ পাবলিশার্স।

গোস্বামী, সুবুদ্ধিচরণ। (২০১৪)। *সংস্কৃত পুঁথিবিদ্যাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

© WBCLA